গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
সিপিটিইউ ভবন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Tel. 9144252-3, Fax: 9180968, E-mail: info@cptu.gov.bd, Website: www.cptu.gov.bd

নং-২১.০৬৩.০১৬.০০.০০.২২৯.২০১৩-৮৩ তারিখঃ ১৯/০১/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ায় অভিযোগ ও আপীলের ক্ষেত্রে রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনায় অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ায় অভিযোগ ও আপীলের ক্ষেত্রে রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনায় অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৭ (সাত) পাতা।

(মোঃ ফারুক হোসেন)
মহাপরিচালক
সিপিটিইউ, আইএমইডি
ফোনঃ ৯১৪৪২৫২-৩

বিতরণঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)..মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৪। চেয়ারপার্সন/সদস্য (সকল), রিভিউ প্যানেল, সিপিটিইউ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অনুলিপিঃ

১। সকল কর্মকর্তা, সিপিটিইউ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৩। মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৫। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
সিপিটিইউ ভবন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Tel: 9144252-3, Fax: 9180968, E-mail: info@cptu.gov.bd; Website: www.cptu.gov.bd

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ায় অভিযোগ ও আপীলের ক্ষেত্রে রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনায় অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি

যেহেতু সরকারী তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উক্তরূপ ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সম-আচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কর্তৃক "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬" এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" প্রণয়ন ও ৩১ জানুয়ারী ২০০৮ হতে কার্যকর হয়েছে এবং আইনের ৩০(৪) ধারা ও বিধিমালার ৫৮(৫) বিধি মতে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ায় অভিযোগ ও আপীলের ক্ষেত্রে রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুসরণীয় বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি জারীর বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেহেতু রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করা হলঃ

১। রিভিউ প্যানেলে আপীল দায়েরের শর্তঃ

(১) অভিযোগের ভিত্তিসমূহঃ [বিধি-৫৬]

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে কোন ক্রয়কারীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা যাবে, যথাঃ

(ক) প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে-

(১) বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখে প্রাক-যোগ্যতার দলিল প্রস্তুত করা না থাকলে বা সম্ভাব্য আবেদনকারীর অনুরোধে তা প্রাপ্তিসাধ্য না করা গেলে; বা

(২) সম্ভাব্য আবেদনকারীর স্পষ্টীকরণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যথাসময়ে তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান না করা হলে; বা

(৩) প্রাক-যোগ্যতার দলিলে উল্লিখিত নির্ণায়কের আলোকে মূল্যায়ন কমিটি যোগ্যতা মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হলে; বা

(৪) প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণে অন্যায়ভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে মর্মে ধারণা করার সঙ্গত কারণ থাকলে; বা

(৫) দুর্নীতি বা চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ হলে।

(খ) উন্মুক্ত, সীমিত, সরাসরি, দুই-পর্যায়, একধাপ দুই খাম ও কোটেশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে-

(১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আইনের ধারা ৪০ এবং বিধি ৯০ অনুসরণক্রমে বিজ্ঞাপন প্রদান করা না হয়ে থাকলে; বা

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখে দরপত্র দলিল প্রস্তুত না হয়ে থাকলে বা সম্ভাব্য দরপত্রদাতা বা কোটেশনদাতার অনুরোধে তা প্রাপ্তিসাধ্য করা না গেলে ; বা

(৩) সম্ভাব্য দরপত্রদাতার অনুরোধে যথাসময়ে ব্যাখ্যা প্রদান না করা হলে; বা

(৪) কেবল একটি বা স্বল্পসংখ্যক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুরণ করা সম্ভব, এরূপ কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুত করা হলে; বা

(৫) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের শর্ত মোতাবেক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রাক-দরপত্র সভা অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হলে বা উক্ত সভার জন্য পূর্ব নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময় পরিবর্তিত হলে যথাসময়ে তা সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণকে অবহিত না করার কারণে সম্ভাব্য কতিপয় দরপত্রদাতা সভায় যোগদান করতে সক্ষম না হলে; বা

(৬) দরপত্র আহবানের বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত বিবৃতি মোতাবেক দরপত্র উন্মুক্ত করতে ব্যর্থ হলে বা দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় অসঙ্গত আচরণ করা হলে; বা

(৭) বিশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার ফলে এক বা একাধিক দরপত্র নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উন্মুক্তক্রমে উহার গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া বা প্রকাশ্য সভায় দরপত্র উন্মুক্তকরণে ব্যর্থ হলে; বা

(৮) দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রাপ্ত সকল দরপত্র উন্মুক্তকরণ করা না হলে; বা

(৯) মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দলিলে উল্লিখিত নির্ণায়কের আলোকে দরপত্র মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হলে; বা

(১০) ক্রয়কারী কর্তৃক কৃতকার্য দরপত্রদাতার সহিত নিগোসিয়েশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে;

(১১) দুনীতি বা চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ হলে; বা

(১২) ত্রুটিপূর্ণ বা অন্যায্যভাবে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে বলে ধারণা করার সঙ্গত কারণ থাকলে; বা

(১৩) দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রথম পর্যায়ে দরপত্র মূল্যায়নের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হতে ব্যাখ্যা গ্রহণের সময় গোপনীয়তা রক্ষার শর্ত লংঘন করা হলে।

(গ) **প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে-**

(১) কারিগরি প্রস্তাবের খাম উন্মুক্তকরণের পর ক্রয়কারী উহার গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে; বা

(২) কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের সময় আর্থিক প্রস্তাব খোলা হলে; বা

(৩) প্রস্তাব দলিলে উল্লিখিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে প্রস্তাব মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হলে; বা

(৪) মূল্য যেখানে মূল্যায়নের একটি নিয়ামক (factor), সেক্ষেত্রে নিগোসিয়েশনের সময় আবেদনকারীকে তৎপ্রস্তাবিত ফি'র হার পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হলে; বা

(৫) দুর্নীতি বা চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ হলে; বা

(৬) অন্যায্য ও পক্ষপাতিত্বমূলকভাবে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে বলে ধারণা করার সঙ্গত কারণ থাকলে।

(২) রিভিউ প্যানেলে আপীল দায়েরের পদ্ধতিগত ভিত্তিঃ [বিধি-৫৭]

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন ক্রয়কারীর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা তাঁর ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকলে তিনি প্রতিটি অভিযোগ লিখিতবাবে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারীর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

(খ) কোন ব্যক্তি, যদি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন বা উক্ত কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সেক্ষেত্রে সিপিটিইউ এর মাধ্যমে রিভিউ প্যানেলের নিকট আপীল করতে পারবেন। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়েরের সকল বিধান নিঃশেষ হলেই কেবল রিভিউ প্যানেলের নিকট আপীল করা যাবে।

২। **যে সকল ক্ষেত্রে রিভিউ প্যানেলে অভিযোগ দায়ের করা যাবে না [ধারা-২৯(২)]:**

(১) পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন;

(২) কোন আবেদনকারীর সংক্ষিপ্ত তালিকাভূক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান;

(৩) যে সকল ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে-

(ক) প্রাক-যোগ্যতার আবেদন, দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব বাতিল করার সিদ্ধান্ত; বা

(খ) সরকারী ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত।

৩। <u>রিভিউ প্যানেলে আপীল দাখিলের পদ্ধতিঃ</u> [বিধি-৫৭, ৫৯]

মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের প্রদত্ত সিদ্ধান্তের পর বা নির্ধারিত সময়ে সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হলে তফসিল-২ অনুযায়ী ৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রিভিউ প্যানেলের চেয়ারম্যানকে সম্বোধন করে "গোপনীয়" মর্মে চিহ্নিত একটি সীলগালা খামে সিপিটিইউ এর ঠিকানায় নিম্নবর্ণিতভাবে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

(১) অভিযোগ ও এর সমর্থনে দলিলাদির ৩(তিন) কপি একটি সীলগালা করা খামে দায়ের করবেন, যা কেবল রিভিউ প্যানেলের চেয়ারপারসন কর্তৃক খোলা হবে;

(২) সীলগালা করা "গোপনীয়" খাম মহাপরিচালক, সিপিটিইউকে সম্বোধনক্রমে একটি অগ্রায়ন পত্রে রিভিউ প্যানেলের নিকট আপীল করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে এবং অভিযোগের ধরণ উল্লেখ করে আপীল আবেদন প্রেরণ করবেন; এবং

(৩) আপীল আবেদনের অগ্রায়ণ পত্রের সাথে নির্ধারিত (ক) নিবন্ধন ফি এবং (খ) ফেরৎযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, মহাপরিচালক, সিপিটিইউ এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট আকারে সংযোজন করতে হবে।

(৪) নির্ধারিত নিবন্ধন ফি এবং নিরাপত্তা জামানত জমা না দেয়া হলে উক্ত আবেদনটি রিভিউ প্যানেলের নিকট উপস্থাপন করা যাবে না মর্মে সিপিটিইউ আপীল আবেদনকারীকে অবহিত করে ক্রয়কারীকে অনুলিপি প্রদান করবে।

৪। **নিবন্ধন ফি এবং ফেরৎযোগ্য নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ [বিধি-৫৭(১২)(গ) সিডিউল-২] :**

চুক্তি মূল্যের ক্ষেত্র	নিবন্ধন ফি (টাকা)	নিরাপত্তা জামানত (টাকা)
(১) এক কোটি টাকার নিম্নের	দশ হাজার	পঞ্চাশ হাজার
(২) এক কোটি থেকে পাঁচ কোটি টাকার নিম্নের	পনের হাজার	এক লক্ষ
(৩) পাঁচ কোটির উর্ধ্বে- দশ কোটি পর্যন্ত	বিশ হাজার	দুই লক্ষ
(৪) দশ কোটির উর্ধ্বের	পঁচিশ হাজার	পাঁচ লক্ষ
(৫) দরপত্র উন্মুক্তকরণের পূর্বে অভিযোগের ক্ষেত্রে	দশ হাজার	পঞ্চাশ হাজার

৫। **<u>সিপিটিইউ'র দায়িত্বাবলীঃ</u>**

(১) <u>আপীল আবেদন প্রাপ্তিতে করণীয়ঃ</u> [বিধি-৫৭, ৫৯]

(ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে সিপিটিইউ প্রাপ্ত আপিলসমূহ ক্রমানুযায়ী একটি রিভিউ প্যানেল নির্বাচনপূর্বক নিষ্পত্তির জন্য প্যানেলের চেয়ারপার্সনের নিকট প্রেরণ করবে।

(খ) আপীল আবেদন প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে সিপিটিইউ নির্ধারিত রিভিউ প্যানেলের চেয়ারপার্সনের নিকট তা হস্তান্তর করবে এবং একই সাথে রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত রিভিউ প্যানেল এর বিবেচনাধীন কোন ক্রয়কার্য বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হতে বিরত থাকার জন্য ক্রয়কারীকে নির্দেশ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং আবেদনকারীকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পত্র মারফত অবহিত করবে।

(গ) রিভিউ প্যানেলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (NOA) জারী করা যাবে না, তবে অভিযোগ বিবেচনাধীন থাকাকালীন দরপত্রটির মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা যাবে।

(ঘ) উল্লেখ্য, চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী করা হতে বিরত থাকার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না যদি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান, সংশ্লিষ্ট সচিব বা মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক, এ মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করে যে; জনস্বার্থ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য পরিচালনা করা অপরিহার্য।

(ঙ) সিপিটিইউ প্রাপ্ত আপীলসমূহের বিষয়ে একটি 'অভিযোগ রেজিষ্টার' খুলে তাতে অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবে এবং এতে পঞ্জিকাবর্ষ অনুসারে একটি নম্বর প্রদান করবে।

(২) <u>রিভিউ প্যানেল গঠনে করণীয়ঃ</u> [বিধি-৫৮]

(ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে সরকার রিভিউ প্যানেল গঠন করবে;

(খ) তফসিল-২ অনুসারে বিশেষজ্ঞগণকে কতিপয় রিভিউ প্যানেল শ্রেনীভুক্ত করতে হবে;

(গ) রিভিউ প্যানেল কমপক্ষে ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং তাঁদের মধ্যে একজন চেয়ারপার্সন হিসেবে মনোনীত হবেন;

(ঘ) সিপিটিইউ, আইএমইডি'র দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর পূর্বানুমোদনক্রমে রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনায় অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি মোতাবেক TOR প্রণয়নসহ রিভিউ প্যানেলের সদস্য ও চেয়ারপার্সন মনোনীত করবে।

(ঙ) অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনায়, রিভিউ প্যানেল, সংরক্ষিত তালিকা হতে সর্বোচ্চ ২ (দুই) জন সদস্য কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে কো-অপ্ট করার জন্য রিভিউ প্যানেলের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সিপিটিইউ উক্ত সদস্য রিভিউ প্যানেলে কো-অপ্ট করবে।

(চ) রিভিউ প্যানেল ও বিশেষজ্ঞগণের তালিকা সিপিটিইউ সংরক্ষণ করবে এবং তা আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রাপ্তিসাধ্য করবে।

(ছ) সিপিটিইউ প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর বিশেষজ্ঞগণের তালিকা যথাযথ আছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক হালনাগাদ করবে এবং রিভিউ প্যানেলের যে কোন পরিবর্তন মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে।

(৩) <u>রিভিউ প্যানেলকে লজিস্টিক সহায়তাঃ</u> [বিধি-৫৮]

(ক) এই আইন ও বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে স্থাপিত সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) রিভিউ প্যানেলের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সুবিধা প্রদান করবে। তবে কোন অবস্থাতেই কোন অভিযোগ বা আপীল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

(খ) সিপিটিইউ অভিযোগ দায়েরের নিমিত্ত নিবন্ধন ফি ও ফেরৎযোগ্য নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ এবং এগুলোর সঠিকতা যাচাই করবে।

(গ) রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য সিপিটিইউ রিভিউ প্যানেলকে সহায়তা প্রদান করবে।

(ঘ) সিপিটিইউ রিভিউ প্যানেলের জন্য নির্ধারিত সদস্য প্রতি ফি বা সম্মানী প্রদানের নিমিত্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণসহ তা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

(ঙ) সিপিটিইউ রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত Follow-up করবে।

(চ) রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত অনুসরণে সিপিটিইউ দ্রুততার সাথে অভিযোগকারীর আপিল সংক্রান্ত নিরাপত্তা জামানত ফেরৎ প্রদান করবে।

৬। **রিভিউ প্যানেল গঠনঃ [ধারা-৩০, বিধি-৫৮]**

(১) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে সরকার কর্তৃক এক বা একাধিক প্যানেল গঠন করা যাবে। কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত কোন অভিযোগ/আপীল পর্যালোচনা এবং তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত রিভিউ প্যানেল একটি Independent Entity হবে। রিভিউ প্যানেল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক জারীকৃত বিভিন্ন দলিলাদি এবং নীতি-নির্দেশনা ইত্যাদির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অভিযোগ/আপীল নিষ্পত্তির কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(২) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিটি শ্রেনী হতে ১০ জন করে সুবিদিত বিশেষজ্ঞগণের একটি তালিকা হতে ১(এক) জন করে সদস্য সমন্বয়ে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট রিভিউ প্যানেল গঠিত হবে;

(ক) ক্রয় সংক্রান্ত আইনগত বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সুখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ, যাদের মধ্যে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বা কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন;

(খ) কারিগরি বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং ক্রয়কার্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সুখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ; এবং

(গ) ক্রয়কার্য ও চুক্তি ব্যবস্থাপনার রীতিনীতি এবং অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ, যারা ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রী কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা রিভিউ প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

৭। **রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনাঃ (বিধি-৫৯,৬০)**

(১) নিয়োগ প্রাপ্তির পর রিভিউ প্যানেলের চেয়ারপার্সন সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত কার্যপ্রণালী অনুযায়ী কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

(২) রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চেয়ারপার্সন একটি স্থান নির্ধারণ করবেন এবং লজিস্টিক ও অন্যান্য সহায়তার জন্য সিপিটিইউ এর মাধ্যমে চেয়ারপার্সন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) রিভিউ প্যানেলের চেয়ারপার্সন নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য সদস্যদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে বৈঠকে বসবেন-

(ক) তুচ্ছ (Frivolous) কারণে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে বা অভিযোগ দায়েরের শর্তাদি পূরণ না হলে সেটি খারিজ করা;

(খ) অভিযোগের বিষয়/বিষয়গুলো পর্যালোচনা করবেন এবং রিভিউ প্যানেলের বিদ্যমান সদস্যদের একার পক্ষে যৌগিকতার সাথে কার্যক্রমটি পরিচালনা করা সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;

(গ) অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহায়তার জন্য এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা;

(ঘ) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়েরের সকল বিধান নিঃশেষ হয়েছে কিনা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব থেকে অভিযোগের জবাব পাওয়া গেছে কিনা, এসকল বিবেচনায় আলোচ্য অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;

(ঙ) কোন আপীল আবেদন রিভিউ প্যানেল কতৃক সিদ্ধান্তের জন্য গৃহীত হলে, তার সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় পর্যন্ত, চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী সংক্রান্ত স্থগিতাদেশ অব্যাহত রাখতে ক্রয়কারীকে লিখিতভাবে পরামর্শ দেয়া;

(চ) রিভিউ প্যানেল আপীলের একটি কেস নথি সৃজন পুর্বক কার্যক্রম শুরু করা।

(ছ) রিভিউ প্যানেল, তফসিল-২ এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে তার লিখিত সিদ্ধান্ত প্রদান করা এবং উক্ত সিদ্ধান্তের কপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, সিপিটিইউ এবং ক্রয়কারীকে প্রদান করা;

(জ) দরপত্র/প্রস্তাবের প্রক্রিয়াকরণ, বৈধতার মেয়াদ/কার্যাদেশ প্রদানের সময়মীমা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে রিভিউ প্যানেল তার কার্যপ্রক্রিয়া/Time Schedule নির্ধারণ করা;

(ঝ) রিভিউ প্যানেল প্রয়োজনবোধে অন্যকোন প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিষয়ে সিপিটিইউকে অনুরোধ করা।

৮। **তথ্য সংগ্রহ/আদান-প্রদানঃ**

(১) রিভিউ প্যানেল নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে তদর্কর্তৃক ক্রয়কারীকে অভিযোগের বিষয়ে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে তাদের স্বপক্ষে যৌক্তিক ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসহ প্রমাণাদি/কাগজপত্র রিভিউ প্যানেলের নিকট দাখিল করবে।

(২) ক্রয়কারী কর্তৃক উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো অভিযোগকারী/দরদাতার কাছেও সহজলভ্য করতে হবে।

(৩) রিভিউ প্যানেল যুক্তিসংগত মনে করলে সুষ্ঠু পর্যালোচনার স্বার্থে ক্রয়কারী এবং অভিযোগকারী উভয়ের নিকট থেকে আরো প্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত তথ্যাদি/প্রমাণিক কাগজপত্র সংগ্রহের অধিকার সংরক্ষণ করে।

(৪) রিভিউ প্যানেল অন্যান্য দরদাতা এবং/ অথবা অভিযোগের প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন সংস্থা/সংস্থাসমূহকে পর্যালোচনা সভায় আহবান জানাতে এবং তাঁদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে পারবে।

(৫) রিভিউ প্যানেল পর্যালোচনার জন্য সংগৃহীতব্য তথ্য, দলিলাদি, কাগজপত্র ইত্যাদি ছাড়াও উভয় পক্ষের এবং আমন্ত্রিত অন্যান্যদের মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ এবং প্রয়োজনে লিপিবদ্ধ করবে।

৯। **সিদ্ধান্ত প্রদানঃ [বিধি-৬০]**

(১) রিভিউ প্যানেল তৎকর্তৃক অভিযোগ প্রাপ্তির ১২ (বার) কার্যদিবসের মধ্যে তার লিখিত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তের কপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, সিপিটিইউ এবং ক্রয়কারীকে প্রদান করবে।

(২) তুচ্ছ (frivolous) কারণে অভিযোগ দায়েরের কারণে তা খারিজ এবং ক্ষেত্রমত, নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্র ব্যতীত, আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, রিভিউ প্যানেল নিম্নবর্ণিত যে কোন সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্রভাবে বা সম্মিলিতভাবে প্রদান করতে পারবেঃ

(ক) কারণ উল্লেখপূর্বক আপীল আবেদন খারিজ করে ক্রযকারীকে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান;

(খ) আপীল আবেদনে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়বস্তু নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধি উল্লেখপূর্বক তার আওতায় অভিযোগকৃত বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পক্ষবৃন্দকে পরামর্শ প্রদান;

(গ) ক্রয়কারী কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন/বিধিমালা/টেন্ডার ডকুমেন্টের পরিপন্থি হলে তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি কার্যকরণে গৃহীত ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত ব্যতীত, ক্রয়কারী কর্তৃক আইন ও বিধি-বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরুপ কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত, সম্পূর্ণ বা আংশিক, বাতিলের সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) ক্রয়কারী, আইন ও বিধিমালার অধীন তার বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়ে থাকলে, রিভিউ প্যানেল আপীল আবেদন দাখিলকারী ব্যক্তিকে দরপত্র দলিল প্রস্তুতকরণ ও আইন সংক্রান্ত ব্যয় এবং অভিযোগ দাখিল সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় বাবদ ক্ষতিপূরনসহ প্রদত্ত নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদানের সুপারিশ প্রদান; এবং

(চ) ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য সুপারিশ প্রদান।

(৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ।

(৪) রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত অন্য কোন প্যানেল কর্তৃক পূণঃবিবেচনার কোন সুযোগ নেই।

১০। <u>সিদ্ধান্তের প্রচারণাঃ</u> [বিধি-৬০]

(১) রিভিউ প্যানেল সিদ্ধান্ত প্রদানের পর, অবিলম্বে আপীলে উত্থাপিত অভিযোগ ও প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

(২) রিভিউ প্যানেলের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সর্বসাধারণের প্রাপ্তির জন্য উন্মুক্ত করা যাবে না;

(৩) রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সিপিটিইউ এর Website-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে;

(৪) তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, যদি উক্ত প্রকাশ-

(ক) কোন আইনের পরিপন্থী হয়;

(খ) কোন আইনের প্রয়োগকে বাধাগ্রস্থ করে;

(গ) জনস্বার্থের পরিপন্থী হয়;

(ঘ) পক্ষবৃন্দের আইনানুগ ব্যবসায়িক স্বার্থকে বিঘ্নিত করে; বা

(ঙ) ক্রয় কার্যের অবাধ প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্থ করে।

(৫) ক্রয়কারী বা রিভিউ প্যানেল কর্তৃক এ বিধির অধীন গৃহীত সিদ্ধান্ত, তার সমর্থনে যৌক্তিকতা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি রেকর্ডের অংশ হবে।

২১/০২/২৫
(মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার)
ভারপ্রাপ্ত সচিব